مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم

মাওলিদু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মূলঃ
ইমাম হাফিজ ইবনে কাসীর দিমাশক্বী রাহঃ
(৭০১-৭৭৪ হিঃ)

অনুবাদক
আবুআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
ইমাম, মদীনা মসজিদ, নিউ ইয়র্ক।

প্রকাশক
আল-মদীনা রিসার্চ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল

بسمِ الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خالقِ الأكوان ، والصلاة والسلام على رسولِ اللهِ طِبِّ القلوبِ وحِبِّ الرحمن،

وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إلى يوم الدين بإحسان

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের হায়াত বুলন্দ করুন। প্রায় ২১/২২ বছর আগের কথা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, অথচ হুজুর (শায়খুল হাদীস, উস্তাজুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা হাবিবুর রাহমান ছাহেব হাফিজাহুল্লাহ) মনে রেখেছেন।

ব্রুকলিনের একটি লাইব্রেরীতে গার্বেজ করার জন্য রাখা এক কার্টুন কিতাবের মধ্য থেকে যে কয়েকটি কিতাব আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তার মধ্যে একটি হাফিজ ইবনু কাসীরের মাওলিদু রাসূলিল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম। ঐ সময় কোন এক সুযোগে এই ব্যাপারে হুজুরের সাথে কথা হয়েছিল।

এত বছর আগের ঐ কথাগুলি হুজুর সেদিন তাঁর দারছে (দারছে ইকদুল জাওহার ফী মাওলিদিন নবিয়্যিল আজাহার পার্ট – ০১, ১২ নভেম্বর ২০১৯) উল্লেখ করেছেন। আমার মত নগণ্য, অপদার্থকে হুজুর মনে রেখেছেন এটা অনেক বড় শান্তনা। হুজুরের মুবারক জবান থেকে শুনার পর বিভিন্ন জন আমার সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন পিডিএফ’র জন্য। অথচ আমার কাছে কোন কপি নেই। হঠাত মনে পড়ল কয়েক বছর আগে একবার দেখেছিলাম কোন একটি সুন্নী দরবার (সম্ভবত মুখলেছিয়া দরবার) এই বইটি’র পিডিএফ নেটে দিয়েছেন। আজ খুজতে খুজতে পেয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ। যারাই নেটে দিয়েছিলেন আমি তাদের শুকরিয়া আদায় করি। প্রকাশকের কথা মিসিং।

মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
নিউ ইয়র্ক
নভেম্বর ২২, ২০১৯
https://www.facebook.com/Muhammad.Ainul.Huda.65

https://www.facebook.com/Latifiya/

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

https://www.youtube.com/c/ahlussunnahmedia

https://al-mahabbah.com/

https://www.al-madeenatravels.com/

❋ সূচীপত্র ❋

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله العلي العظيم ، الذي هدانا إلى الصراط المستقيم ، الحمد لله رب العالمين الذي أرسل المصطفى رحمة للعالمين ، وجعله بشيرا ونذيرا لكافة خلقه أجمعين

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অদ্বিতীয় মহান রহমত। সমগ্র সৃষ্টি জগতে আল্লাহ তাঁর হাবীবের স্মরণকে সমুন্নত করেছেন। সর্বত্র আল্লাহর নামের সাথে তাঁর হাবীবের নাম নেয়াও বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

" ورفعنا لك ذكرك "

আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি। (ইনশিরাহ ৪।)

বন্ধুর সামনে বন্ধুর স্মরণ ও আলোচনায় বন্ধু খুশী হয়, আল্লাহর সামনে তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মরণ ও আলোচনায় আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর খুশী হয়ে যান, আর আল্লাহ যার উপর খুশী হয়ে যান তার জন্য জান্নাত অবধারিত। এজন্য আল্লাহর হাবীবের জীবনী আলোচনার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত রহমত ও বরকত। আল্লাহ বলেছেন:

" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (আহযাব ২১।)

আল্লাহর হাবীবের স্মরণ ও আলোচনায় ঈমান তাজা ও মজবুত হয়। তাঁর জীবনীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে তাঁর মুবারক মীলাদ শরীফ বা জন্মবৃত্তান্ত। হুজুর নিজেই তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সবিস্তারে আলোচনা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম তো অবশ্যই করেছেন, যার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে হাদীস শরীফে। বরং স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে বিভিন্ন নবীর এবং বিশেষ করে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন।

ইমাম নববীর উস্তাজ, উস্তাজুল আইম্মাহ ইমাম আবু শামাহ রাহঃ'র মতে আল্লাহর হাবীবের জন্মবৃত্তান্ত বা মীলাদ শরীফ আলোচনার এই ধারাকে একটি আনুষ্ঠানিক রূপ দেন ইমাম শাইখ উমর বিন মুহাম্মাদ আলমুল্লা, একজন অন্যতম বুজুর্গ ব্যক্তি। এবং তাঁকেই অনুসরণ করেছেন এরবল অধিপতি গং। (আলবাইছু আলা ইনকারিল বিদয়ি ওয়াল হাওয়াদিছি ২৩/২৪।)

সুলতান নূরুদ্দীন জংগী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা কমবেশী সকলেরই জানা থাকার কথা। ইনি হচ্ছেন সেই সুলতান নূরুদ্দীন জংগী, ৫৫৭ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লাশ মুবারক চুরি করতে আসা দুজন খৃষ্টানকে পাকড়াও করার জন্য যাঁকে স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (ওয়াফাউল ওয়াফা ২/৬৪৮-৬৫০। হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে (যাজ্বুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব) ৮৮/৮৯। ফাজাইলে হাজ্জ ১৬৮-১৭০।)

এই সুলতান নূরুদ্দীন জংগী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইমাম শাইখ উমর বিন মুহাম্মাদ আলমুল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন বিশিষ্ট সহচর। ইমাম হাফিজ ইবনে কাসীর রাহঃ ইমাম শাইখ উমর বিন মুহাম্মাদ আলমুল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত আলবিদায়াহ ওয়াননিহায়াতে বলেন:

وله في كل سنة دعوة في شهر المولد ، يحضر فيها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراء ويحتفل بذلك ، وقد كان الملك نور الدين صاحبه . (البداية والنهاية ٢٨٢/١٢)

প্রতি বৎসর মাহে মাওলিদে (রবিউল আউয়াল মাসে) তিনি সবাইকে দাওয়াত করতেন, তাঁর দাওয়াতে রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা, আলিম-উলামা এবং উজীর-উজারাগণ উপস্থিত হতেন এবং এউপলক্ষ্যে উৎসব করতেন। বাদশাহ নূরুদ্দীন জংগী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর। (আলবিদায়া ওয়ান্ নিহায়াহ ১২/২৮২।)

পরবর্তীতে ইমাম শাইখ উমর বিন মুহাম্মাদ আলমুল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তথা সুলতান নূরুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র অনুসরণ করেন এরবল অধিপতি বাদশাহ মুজাফফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

এরবল অধিপতি বাদশাহ মুজাফফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে ইমাম হাফিজ ইবনে কাসীর বলেন:

وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا ، وكان مع ذلك شهما شجاعا فاتكا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه ... . وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية (البداية والنهاية ١٤٧/١٣)

তিনি রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদ শরীফ পালন করতেন এবং বিশালভাবে উৎসব উদযাপন করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, সৎসাহসী, দুঃসাহসী, মহাবীর, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, ন্যায় পরায়ণ। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং তাঁর আবাসকে মহান করুন। .... তাঁর আয়োজিত মীলাদ শরীফের মাহফিলে নেতৃস্থানীয় উলামা ও বুজুর্গগণ উপস্থিত থাকতেন। (আলবিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ ১৩/ ১৪৭।) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর হুছনুল মাক্বসিদ ফী আমালিল্ মাওলিদ পুস্তিকায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ঐতিহাসিক ইমাম ইবনে খাল্লিকান (৬০৮-৬৮১ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি বাদশাহ মুজাফফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বলেন:

وأما احتفاله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الوصف يقصر عن الإحاطة به ، لكن نذكر طرفا منه : وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده (أو اعتماده) فيه ، فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من اربل - مثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد العجم وتلك النواحي- خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء . (١١٧/٤)

وكان كريم الأخلاق ، كثير التواضع ، حسن العقيدة ، سالم البطانة ، شديد الميل إلى أهل السنة والجماعة (وفيات الأعيان ٤/١١٩)

বাদশাহ মুজাফফার এর মীলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়া একটি দূরূহ ব্যাপার। আমরা এখানে যৎকিঞ্চিত উল্লেখ করছি: দেশবাসী এই বিষয়ে বাদশাহ মুজাফফারের উত্তম বিশ্বাস (বা নির্ভর) এর কথা শুনতে পেরেছিলেন তাই প্রতিবৎসর এরবলের পার্শ্ববর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল - যেমন বাগদাদ, মাওসিল, জাজিরা, সিনজার, নসীবাইন, অনারিব এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ- থেকে অনেক ফুক্বাহা, সূফী-সাধক, ওয়াইজ, কূররা এবং শাইর (কবি) গণ বাদশাহর আয়োজীত মীলাদুন্নবী মাহফিলে অংশ নিতেন। (৪/ ১১৭।)

তিনি (বাদশাহ মুজাফফার) ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী, অত্যন্ত বিনয়ী, সরল আক্বিদা ওয়ালা, বন্ধুপ্রতিম, এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। (ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান ৪/ ১১৯।)

যাহোক, এহল মীলাদ শরীফ তথা মাহফিলে মীলাদ এর ভিত্তি ও সূচনা সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা। ইমাম হাফিজুল হাদিস ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাদশাহ মুজাফফর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিষ্ঠিত জামে মুজাফফারীতে ইমাম হিসাবে তাশরীফ আনলে জানতে পারেন যে এখানে মীলাদ মাহফিল করা হয়। তখন তিনি এই বিষয়ে ছোট যে পুস্তিকাখানী রচনা করেন তারই নাম হচ্ছে 'মাওলিদু রাসূল্লিাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।' যা সর্বপ্রথম ডঃ সালাহুদ্দীন আলমুনজিদ প্রকাশ করে বিশ্বের মুসলমানদের প্রশংসা কুড়ান। সম্প্রতি এই মূল্যবাণ কিতাবখানী প্রকাশ করেছে পাকিস্তান থেকে মারকাজে তাহকীকাতে ইসলামিয়্যাহ। আমরা এর বঙ্গানুবাদ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الامام الحافظ ابن كثير الدمشقي (٧٠١-٧٧٤هـ)

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

" لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين " (آل عمران ١٦٤)

الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة سيد المرسلين ، وأزاح ظلمات الباطل بضياء الحق المبين ، وأوضح طرق الحق بعد ما كان الناس في مسالك الجهل حائرين أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، يملأ أرجاء السماوات والأرضين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث رحمة للعالمين ، وبشيرا للمؤمنين ، ونذيرا للكافرين ، وإماما للمتقين ، وشفيعا للمذنبين ، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ، ورضي الله عن أزواجه وذريته وأهله وأصحابه أجمعين . وبعد: فهذا ذكر شيء من ذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة المقبولة عند الحفاظ المتقنين والأئمة الناقدين .

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের উপর মহা অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের উপর তাঁর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল। (আলে-ইমরান ১৬৪।)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা (الطلعة : ما طلع من كل شيء ، والطلعة الوجه) মুবারকের ওসিলায় সমগ্র সৃষ্টি জগতকে নূরান্বিত করেছেন, মহাসত্যের আলোতে বাতিলের সকল তমসা করেছেন বিদূরিত, জাহিলিয়াতের পথে প্রান্তে মানবজাতি যখন ছিল দিশেহারা, মহাসত্যের পথকে প্রকাশ করলেন তখন আল্লাহ তা'লা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য অগনিত মহান প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, আকাশ ও জমিন সমুহের সকল দিগন্ত ভরে যায় এমন প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি; নাই কোন মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনি রাব্বুল আউয়ালীন এবং রাব্বুল আখিরীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর হাবীব, তাঁর বন্ধু, তিনি প্রেরিত সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত, মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দাতা, কাফিরদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী, মুত্তাক্বীদের জন্য ইমাম এবং গোনাহগারদের জন্য শাফায়াতকারী হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর

অব্যাহত দুরূদ ও সালাম কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বর্ষিত হোক। আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন তাঁর বিবি, বংশধর, আহলে বাইত এবং তাঁর সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম শরীফের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় হাদীস ও রেওয়ায়েতের বর্ণনা এখানে পেশ করা হচ্ছে, যা দক্ষ হুফফাজুল হাদীস এবং আইম্মায়ে নাক্বিদীন এর কাছে মানকূল এবং মাক্ববুল।

নসব শরীফ

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أبو القاسم سيد ولد آدم ، النبي الأمي ، المكي مولدا وتربة ، ثم المدني مهاجرا وتربة ، صلوات الله وسلامه عليه كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون .
وجده الأعلى عدنان هذا من سلالة إسماعيل نبي الله ، وهو الذبيح على الصحيح ابن إبراهيم خليل الرحمن .
وكان جده الأقرب عبد المطلب بن هاشم سيد قريش ورئيسها ، وشيخ الحرم ، وكنز قومه بني إسماعيل ، وهم كانوا أشرف قبائل العرب كلها .

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, ইবনে হাশিম, ইবনে আবদে মানাফ, ইবনে কুসাই, ইবনে কিলাব, ইবনে মুররা, ইবনে কা'ব, ইবনে লুআই, ইবনে গালিব, ইবনে ফিহর, ইবনে মালিক, ইবনে নাদ্বর, ইবনে কিনানাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে মুদরিকা, ইবনে ইলয়াস, ইবনে মুদ্বার, ইবনে নিযার, ইবনে মাআদ, ইবনে আদনান আবুল ক্বাসিম, সাইয়্যিদে আওলাদে আদম, নবীয়ে উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জন্মগত মক্কী এবং মুহাজিরে মাদানী।

সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহূ আলাইহি কুল্লামা জাকারাহুজ্জাকিরূন, ওয়া কুল্লামা গাফালা আন্ জিকরিহিল্ গাফিলূন।

আল্লাহর রাসূলের উর্ধ্বতন দাদা আদনান্ হচ্ছেন আল্লাহর নবী হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম এর বংশধর। বিশুদ্ধমতে আল্লাহর নবী হযরত ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম খলীলুর রাহমান আলাইহিস্ সালামই জবীহুল্লাহ্।
তাঁর নিকটতম দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ছিলেন সাইয়িদে কুরাইশ এবং শাইখুল্ হারাম। তিনি ছিলেন বনূ ইসমাইলের এক মহারত্ন (তাঁর পেশানীতে ছিল নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম)। আর বনূ ইসমাইল ছিলেন শ্রেষ্ঠতম আরব সম্প্রদায়।

জমজম কূপ খনন ও আব্দুল মুত্তালিব এর কুরবানী

وكان الله قد أرشده وألهمه في منامه إلى مكان زمزم التي كانت في زمان إسماعيل ، ومن بعده من ذريته إلى أن خرجت جرهم من مكة ، فطموها وعموا أثرها على خزاعة الذين كانوا خدمة الكعبة بعدهم نحوا من خمسمائة سنة ، لا يدرون أين هي ، حتى أري عبد المطلب في منامه مكانها ، وخاطبه هاتف بذلك ، فنهض عند ذلك ، فجاء ليحفرها ، فمنعته قريش من حفر الحرم .

ولم يكن له من الولد يومئذ سوى ابنه الحارث ، فساعده ولده المذكور حتى حفرها ، واستخرج منها ما كان أودع فيها ، حلية من الكعبة وغير ذلك ، فعظمت قريش عند ذلك عبد المطلب وعرفت له قدره وما خصه الله به من الكرامة عليهم .

ونذر عبد المطلب لله عز وجل إن تكامل له من ولده عشرة ليذبحن أحدهم ، فلما وجد له عشرة من الذكور أقرع بينهم ، فخرجت القرعة على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعزم على ذبحه ، فمنعته قريش حتى افتداه بمائة من الإبل كما هو مبسوط في كتابنا " السيرة النبوية " بطوله .

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আব্দুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে ইলহামের মাধ্যমে জমজম কুপের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করলেন, যা হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম এর জামানা, এবং তাঁর পরে তাঁর বংশধরদের জামানা থেকে শুরু করে জুরহুমদের জামানা পর্যন্ত প্রকাশমান ছিল। জুরহুমগণ খুজাআদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের সময় জমজম কুপের নাম নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিল। জুরহুমদের পর প্রায় পাঁচ শত বছর পর্যন্ত খুজাআ সম্প্রদায় কা'বা শরীফের খাদিম ছিল, কিন্তু জমজম কুপের অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলনা। অবশেষে আব্দুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে জমজমের অবস্থান দেখানো হল এবং কেউ একজন তাঁকে ডেকে এ বিষয়ে বলে দিল। তিনি তখনই তৎপর হলেন এবং জমজম কুপ খননের উদ্যোগ নিলেন। কুরাইশগণ তাঁকে হারাম শরীফে খনন কাজে বাঁধা দিল।

হারিস ছাড়া তখন আব্দুল মুত্তালিবের আর কোন সন্তানাদি ছিলেন না। হারিস তাঁর পিতাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করলেন শেষ পর্যন্ত আব্দুল মুত্তালিব জমজম কুপ খনন করতে সক্ষম হলেন এবং কা'বা শরীফের ও অন্যান্য যেসব সোনা রূপা জমজমে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাও তিনি উদ্ধার করলেন। আব্দুল মুত্তালিবের এই কৃতিত্বে কুরাইশগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করল এবং তাদের উপর আব্দুল মুত্তালিবকে আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট সমূহের স্বীকৃতিও তারা দিল।

(জমজম খননের সময়) আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর নামে মান্নত করেছিলেন যে, তাঁর যদি দশজন সন্তান হোন তবে একজনকে তিনি কুরবানী করবেন। তাঁর যখন দশজন ছেলে সন্তান হলেন তিনি তাঁদের মধ্যে লটারী করলেন, লটারীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহতারাম পিতা হযরত আব্দুল্লাহর নাম উঠল। আব্দুল মুত্তালিব হযরত আব্দুল্লাহকে কুরবানী করতে সংকল্পবদ্ধ হলেন, কুরাইশগণ এতে বাঁধা দিল। অবশেষে

হযরত আব্দুল্লাহর বদলে একশটি উট কুরবানী করা হল। আমাদের কিতাব আস্সীরাতুন্ নাবাবিয়াহতে (البداية و النهاية) এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আমিনার সাথে হযরত আব্দুল্লাহর বিবাহ এবং রাহমাতুল্লিল্ আলামীন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদ শরীফ

فاخذه أبوه بيده ، فانطلق به فزوجه سيدة نساء بني زهرة وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فدخل عليها عبد الله ، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق بن يسار :

فكانت آمنة تحدث أنها أتيت في المنام حين حملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الامة ، فإذا وقع إلى الأرض فقولي :

أعيذه بالواحد　　من شر كل حاسد

في كل بر عاهد　　وكل عبد رائد

يرود (في بعض النسخ يزود) غير رائد

فإنه عبد الحميد الماجد　　حتى أراه قد أتى المشاهد .

(একশটি উট কুরবানী করার পর) হযরত আব্দুল্লাহকে নিয়ে তাঁর পিতা প্রস্থান করলেন এবং বনূ জাহরা গোত্রের সম্মানিতা হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহব, ইবনে আবদে মানাফ, ইবনে জাহরা'র সাথে তাঁকে বিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত আমিনাকে নিয়ে সংসার শুরু করলেন এবং হযরত আমিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভ ধারণ করলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব ইবনে য়াসার বলেন:

হযরত আমিনা বর্ণনা করতেন যে, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভ ধারণ করলেন তখন স্বপ্নে তাঁকে বলা হল : নিশ্চয় আপনি গর্ভ ধারণ করেছেন উম্মাতের সাইয়িদ বা শ্রেষ্ঠতম সন্তান, তিনি যখন দুনিয়াতে তশরীফ আনবেন তখন আপনি বলবেন:

أعيذه بالواحد　　من شر كل حاسد

في كل بر عاهد　　وكل عبد رائد

يرود (في بعض النسخ يزود) غير رائد

فإنه عبد الحميد الماجد　　حتى أراه قد أتى المشاهد .

শানে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

قال : آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام ، فإذا وقع فسميه محمدا ، فإن اسمه في التوراة : أحمد ، يحمده أهل السماء وأهل الأرض ،

واسمه في الإنجيل : أحمد ، يحمده أهل السماء وأهل الأرض ، واسمه في الفرقان : محمد ، فسميه بذلك . (شعب الإيمان ١٣٤/٢ ، دلائل النبوة ١/ ٨١ ٨٢ ، شعب الإيمان ١٣٨٨/٢ ، سيرة ابن هشام ١٩٤/١)

তার শানের নিদর্শন হল তাঁর সাথে একটি নূর বিচ্ছুরিত হবে যাতে শাম দেশে বসরা নগরীর প্রাসাদ সমূহ আলোকিত হয়ে যাবে। তিনি দুনিয়াতে আগমন করলে তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ। কেননা তাউরাত কিতাবে তাঁর নাম আহমাদ, আকাশবাসী ও জমিনবাসীরা তাঁর প্রশংসা করবে। ইঞ্জিল কিতাবেও তাঁর নাম আহমাদ, আকাশবাসী ও জমিনবাসীরা তাঁর প্রশংসা করবে। এবং ফুরক্বান (কুরআন) শরীফে তাঁর নাম মুহাম্মাদ, সুতরাং এই নামই রাখবে। (হযরত আমিনার স্বপ্ন সমাপ্ত)

حدثني ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ، فقال : دعوة أبي ابراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمي حين حملت كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام (دلائل النبوة ٨٣/١ ، ٨٤ ، سيرة ابن هشام ١٩٤/١، الطبقات الكبرى ١٠٢/١ ، الحاكم ٤١٧٤/٢ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه)

ছাওর ইবনে ইয়াযীদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি খালিদ ইবনে মাদান থেকে, তিনি আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে, তাঁরা বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিজের সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন: (আমি হলাম) আমার পিতা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর দোয়া, ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর সুসংবাদ, আর আমার মা জননী যখন আমাকে গর্ভ ধারণ করেছিলেন তখন তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন তাঁর কাছ থেকে একটি নূর বেরিয়ে শাম দেশে বসরা নগরীর প্রাসাদ সমূহ আলোকিত করে তুলেছে।

وعن أبي أمامة الباهلي قال : قلت : يا رسول الله! ما كان أول بدو أمرك؟ قال : دعوة أبي ابراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمي انه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام .

হযরত আবূ উমামাহ আল-বাহিলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জিন্দেগীর সূচনা কি ছিল? তিনি বললেন: আমার পিতা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর দোয়া, ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর সুসংবাদ, আর আমার মা জননী স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন তাঁর কাছ থেকে একটি নূর বেরিয়ে শাম দেশের প্রাসাদ সমূহ আলোকিত করে তুলেছে।

وعن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى بي ، ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات المؤمنين يرين رواهما الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة (أحمد ١٦٥٢٥ / ١٦٥٣٧، المستدرك للحاكم ٣٥٦٦/٢ ، ٤١٧٥ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، شعب الإيمان ١٣٨٥/٢، دلائل النبوة

للبيهقي ١/ ٨٠ ، ٢/ ١٣٠، الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٢ حديث رقم ٦٢٩/ ٦٣٠/ ٦٣١ ، مجمع الزوائد ٨/ ٢٢٣ وقال رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراني وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ٨ / ٦٣٧٠، الزرقاني على المواهب ١/ ٦١ ، وأورده أيضا ابن كثير في التفسير والتاريخ والطبري في تفسيره والبغوي في شرح السنة والتبريزي في المشكاة والسخاوي في المقاصد والسيوطي في التفسير والهندي في الكنز ٣١٩٦/ ٣٢١١٤ وغيرهم من الأئمة ، الوفا حديث رقم ١)

হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়া সুলামি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: আল্লাহর দরবারে উম্মুল কিতাবে (লাওহে মাহফুজ) আমি তখনই খাতামুন্নাবিয়্যীন (সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী) ছিলাম যখন আদম আলাইহিস্ সালাম রূহ বিহীন অবস্থায় মাটিতে পড়া ছিলেন। আমি তোমাদেরকে এর মূল সম্পর্কে বলছি: (আমি হলাম) ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর দোয়া, ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর সুসংবাদ, এবং আমার মা জননীর দেখা স্বপ্ন, এভাবে উম্মাহাতুল মুমিনীনগণও স্বপ্ন দেখতেন।

উপরের হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে এবং হাফিজ বাইহাক্বী তাঁর দালাইলুন্নাবুউয়াত কিতাবে।

وروى البيهقي أيضا في " الدلائل" والحاكم في كتابه " المستدرك" من حديث عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا : أن آدم عليه السلام قال : يارب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي ، فقال : يا آدم ، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال : لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك ، رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على قوائم العرش :" لا إله إلا الله محمد رسول الله " فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله عز وجل : صدقت يا آدم ، إنه لأحب الخلق إلي ، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك . ولو لا محمد ما خلقتك . وزاد الطبراني "وهو آخر الأنبياء من ذريتك " (المستدرك للحاكم : الجزء الثاني حديث رقم ٤٢٢٨، دلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٤٨٩ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٣٤ ، المواهب اللدنية : المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ، الزرقاني على المواهب الجزء الأول صفحة ١١٩، ١٢/ ٢٢٠ ، وفاء الوفاء ٤/ ١٣٧٢ . إعلاء السنن ١٠ / ٥٠١ ، المورد الروي في المولد النبوي للملا على القاري ٤٧، هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ٣/ ١٣٨١ ، روح البيان ٩/ ٩)

ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ 'আদ্দালাইলে' এবং ইমাম হাকীম রাহঃ তাঁর 'আলমুস্তাদরাকে' হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে, তিনি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, যে আদম আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন: হে আমার পালনকর্তা আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওসিলা নিয়ে প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ বললেন: হে আদম! আমি এখনো মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করি নাই, তুমি তাকে কেমন করে জানো? আদম বললেন: হে আমার পালনকর্তা আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং আপনার রূহ থেকে আমার দেহে প্রাণ দিয়েছিলেন তখন

মাথা তুলে আমি আরশের পিলারে পিলারে লেখা দেখেছিলাম " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'', তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আপনার সমগ্র সৃষ্টির প্রিয়তম না হলে আপনি এই নাম আপনার নামের সাথে জুড়ে দিতেন না। আল্লাহ বললেন: তুমি সত্য বলেছো হে আদম, নিশ্চয় তিনি আমার কাছে আমার সমগ্র সৃষ্টির প্রিয়তম সৃষ্টি, তুমি তাঁর ওসিলা নিয়ে দোয়া করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, মুহাম্মাদকে সৃষ্টি না করলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

صفة مولده صلى الله عليه وسلم

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত

তারিখঃ আমুল ফীল, মাহে রবিউল আউয়াল, সোমবার

لما أراد الله تعالى ابراز عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الوجود ، وإظهار نور هدايته لكل موجود ، ورحم العباد به ليهديهم إلى توحيد المعبود ، تمخضت الحامل الطاهرة في ليلة الاثنين الزاهرة ، وذلك في عام الفيل في أصح الأقاويل ، في شهر ربيع الأول في المشهور عند ابن إسحاق ، وعليه في علم السيرة المعول.

যখন আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সৃষ্টি জগতে প্রকাশ করতে, সমগ্র সৃষ্টির জন্য তাঁর হেদায়েতের নূরকে বিকশিত করতে এবং তাঁর হাবীবের মাধ্যমে বান্দাদেরকে মা'বুদের তাওহীদের দিকে হেদায়েত করতে মনস্থ করলেন; সোনালী সোমবার রাতে পুত পবিত্র গর্ভধারিণী মা জননী জন্ম দিলেন (সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে)। বিশুদ্ধ মতে সেটা ছিল আমুল ফীল বা হাতীর ঘটনার বছর, ইবনে ইসহাক্বের কাছে প্রসিদ্ধ মতে মাহে রবিউল আউয়াল। আর সীরতে ইবনে ইসহাক্বই হচ্ছে সীরাত শাস্ত্রের মূল।

وثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين ، فقال : ذلك يوم ولدت فيه ، وانزل علي فيه " (صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ، حديث رقم ١٩٧٨)

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু ক্বাতাদাহ আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হলেন সোমবারের রোজা সম্পর্কে। তিনি এরশাদ করলেন: এটা হচ্ছে এমন একটি দিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল এবং এদিনই আমার উপর অহী নাজিল হয়েছিল।"

وقال ابن عباس رضي الله عنهما :

" ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، ونبئ يوم الاثنين ، وتوفي يوم الاثنين ، وهاجر يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين ، صلوات الله وسلامه عليه " رواه الإمام أحمد بن حنبل والبيهقي .

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন সোমবার, তাঁর কাছে প্রথম অহী নাজিল হয়েছে সোমবার, তাঁর ওফাত হয়েছে সোমবার, হিজরত করেছেন সোমবার এবং মদীনায় প্রবেশ করেছেন সোমবার। সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহি।' এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল এবং ইমাম বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي :

" الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل ، وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل .

ইবরাহীম ইবনে মুনজির আল-হিযামী বলেন:

এই বিষয়ে আমাদের উলামায়ে কেরামের কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন আমুল ফীলে এবং তিনি প্রেরিত হয়েছেন (প্রথম অহী নাজিল হয়েছে) আমুল ফীল থেকে নিয়ে চল্লিশ বছরের সময়।

মুবারক সেই রজনী

وروى الحافظ البيهقي بسنده إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي ، قال :

حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته ، قالت : فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور ، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول : لتقعن علي (دلائل النبوة للبيهقي ١/ ١١١ ، مجمع الزوائد ٨/ ٢٢٠)

হাফিজ বাইহাক্বী রাহঃ নিজস্ব সনদে হযরত উসমান ইবনে আবুল আস সাক্বাফী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

আমার মা জননী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহব যে রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জন্ম দিয়েছিলেন সে রাতে তিনি হযরত আমিনার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছেন: আমি ঘরের ভিতরে যত কিছুই দেখেছি সবই ছিল নূর, এবং আমি আকাশের তারকারাজীকে দেখছিলাম, ওরা এতই নিকটে চলে এসেছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমার উপর পড়ে গেল।

وقال مخزوم بن هانيء المخزومي عن أبيه وكان قد أتت عليه مائة وخمسون سنة قال :

لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى ، وسقطت منه أربع عشرة شرفة ، وخمدت نار فارس ، ولم تخمد قبل

ذلك بألف عام ، وغاضت بحيرة ساوه ، وذكر رؤيا الموبذان - وهو قاضي المجوسيين - رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا ، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ، فهال المجوس وكسرى ذلك ، فأرسل النعمان بن المنذر نائب كسرى عبد المسيح بن بقيلة الغساني إلى سطيح - وكان كاهنا مشهورا يسكن أطراف الشام - يسأله عن هذا الأمر العظيم ، فلما انتهى إليه ووقف عليه ناداه سطيح بما رأى قبل أن يخبره به مكاشفة ، وذلك أن فتح عينيه ثم قال :

عبد المسيح ، على جمل يسيح ، أتى سطيح ، وقد أوفى (أشفى ، أشفى على شيء : اقترب منه) على الضريح ، بعثك ملك بني ساسان ، لارتجاس الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا الموبذان ، رأى إبلا صعابا ، تقود خيلا عرابا ، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها .

ثم قال : يا عبد المسيح! إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهرواة ، وفاض وادي السماوة ، وغاضت بحيرة ساوه ، وخمدت نار فارس ، فليس الشام لسطيح شاما ، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات ، وكل ما هو آت آت . ثم قضى (قبض) سطيح مكانه .

وكانت هذه الرؤيا إنذارا بزوال ملك الأكاسرة ، وتحويلها إلى مملكة الإسلام وأهله ، ودخول العرب بلادهم .

হযরত মাখযুম ইবনে হানি' আল-মাখযুমি তাঁর পিতা - তাঁর বয়স হয়েছিল ১৫০ বছর - থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাত জন্ম গ্রহণ করেন সে রাত (পারস্য সম্রাট) কিসরার প্রাসাদ কম্পিত হয়েছিল, প্রাসাদের ১৪ টি প্রহরাচৌকি ভেঙ্গে পড়েছিল, পারস্যের আগুন নিভে গিয়েছিল, যা বিগত হাজার বৎসর যাবৎ নিভে নাই, বুহাইরায়ে সাওয়া (ইরানের অন্তর্গত সাওয়া নামক ঝিল) শুকিয়ে গিয়েছিল।

মুবিজানের স্বপ্ন

আবু মাখযুম অগ্নি পুজারী/মজুসীদের কাজী মুবিজানের স্বপ্নও বর্ণনা করেছেন। সে স্বপ্নে দেখল একটি নর উট এক পাল আরবী ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দিজলা বা দাজলা নদী অতিক্রম করে তারা সে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই স্বপ্ন মজুসী এবং পারস্য সম্রাট কিসরা কে ভীত সন্ত্রস্থ করে তুলল। নায়েবে কিসরা নু'মান ইবনে মুনজির, আব্দুল মাসীহ ইবনে বুক্কাইলাহ আল-গাসসানীকে এই মারাত্মক স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য গণক সাত্বীহ এর কাছে পাঠাল। সাত্বীহ ছিল শাম দেশের একজন বিখ্যাত গণক। আব্দুল মাসীহ সাত্বীহ এর দরবারে পৌঁছা মাত্র তাকে কিছু বলার আগেই সে সবকিছু বলে দিল। সে তার বন্ধ চোখ দুটি খুলেই আব্দুল মাসীহ এর উদ্দেশ্যে বলল:

আব্দুল মাসীহ, একটি উট সওয়ার হয়ে সাত্বীহ এর কাছে এসেছে, অথচ সে তার কবরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, তোমাকে পাঠিয়েছে বনু সাসান এর সম্রাট, কারণ প্রাসাদ প্রকম্পিত হয়েছে, আগুন নিভে গিয়েছে, মুবিজান স্বপ্ন দেখেছে; একটি নর উট একপাল

আরবী ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দিজলা বা দাজলা নদী অতিক্রম করে তারা সে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আবার সে বলল: হে আব্দুল মাসীহ! তিলাওয়াত যখন বেড়ে যাবে, লাটি ওয়ালা যখন হবে জয়ী, বন্যা হবে যখন সামাওয়া উপত্যকায়, বুহাইরায়ে সাওয়া যেদিন শুকিয়ে যাবে, নিভে যাবে যেদিন পারস্যের অগ্নি; সাত্বীহের জন্য সেদিন শাম দেশ আর শাম থাকবেনা। রাজত্ব করবে তাদের রাজা ও রানীগণ প্রহরাচৌকির সংখ্যানুসারে, যা আসার আসবেই। অতঃপর সেখানেই সাত্বীহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।"

এই স্বপ্ন ছিল কিসরা সাম্রাজ্য পতন হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যে রূপান্তর এবং সেদেশে আরবদের দখলদারিত্বের একটি সতর্ক সংকেত।

وكذلك وقع فيما بعد ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله " أخرجاه في الصحيحين

এবং পরবর্তীতে তাই ঘটেছিল। যেমন এরশাদ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: " কায়সার (রোম সম্রাট) ধ্বংস হলে আর কোন কায়সার নাই, এবং কিসরা (পারস্য সম্রাট) ধ্বংস হলে আর কোন কিসরাও নাই। ঐ জাতের নামে শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন কায়সার ও কিসরার সকল রত্ন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হবে। - বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ।

والمقصود الآن : أن ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ليلة شريفة ، عظيمة ، مباركة ، سعيدة على المؤمنين ، طاهرة ، ظاهرة الأنوار ، جليلة المقدار ، ابرز الله فيها الجوهرة المصونة المكنونة التي لم تزل أنوارها منتقلة من كل صلب شريف إلى بطن طاهر عفيف ، من نكاح لا من سفاح ، من لدن ادم أبي البشر إلى أن انتهت النبوة إلى عبد الله بن عبد المطلب ، ومنه إلى امنة بنت وهب الزهرية ، فولدته في هذه الليلة الشريفة المنيفة ، فظهر له من الأنوار الحسية والمعنوية ما بهر العقول والأبصار ، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار عند العلماء الأخيار .

মোট কথা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম রজনীটি ছিল একটি মহান মর্যাদাপূর্ণ, মুবারক, ঈমানদারদের খুশী ও আনন্দের, পবিত্র, আলোময়, একটি মহান পুণ্যময় রজনী। যে রজনীতে মাহফুজ, সংরক্ষিত, সৃষ্টির মূল সেই মহারত্নকে আল্লাহ তা'লা প্রকাশ করে দিলেন, যাঁর নূরগুলী মর্যাদাশীল প্রত্যেক পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র, পূণ্যবান পেটে স্থানান্তর হতে হতে, নিকাহ হতে, ব্যভিচার হতে নয়, (এভাবে) আবুল বাশার আদম আলাইহিস্ সালাম হতে শুরু করে নুবওয়াত এসে পৌছল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব পর্যন্ত, এবং হযরত আব্দুল্লাহ থেকে হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহব জুহরিয়া গর্ভেধারণ করলেন সেই মহারত্ন। অতঃপর এই মহান পূণ্যময় রজনীতে তিনি তাঁকে জন্ম দিলেন। তাঁর ওসিলায় আত্মিক ও বাস্তবিক ঐ নূর সব প্রকাশ পেল যা আলোয় উদ্ভাসিত করল বুদ্ধি,

বিবেক আর সকল দৃষ্টি শক্তিকে। বুজুর্গ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে যা প্রমাণ করেছে আহাদীস ও আখবার সমুহ।

ومما ذكر محمد بن إسحاق :

أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا ، وأنه حين سقط إلى الأرض خر ساجدا لله عز وجل ، ولن النسوة كفأن عليه برمة من حجارة ، وكان من عادة أهل مكة ذلك ، فانقلبت عنه ، ورأينه مفتوح العينين شاخصا ببصره إلى السماء ، فأخبر النسوة بذلك جده لأبيه عبد المطلب بن هاشم - وكان أبوه مات وهو في بطن أمه - فقال لهن عبد المطلب : احتفظن به ، فإني أرجو أن يكون له شأنا ، وأن يصيب خيرا .

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আছে:

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভি কর্তিত এবং খতনা কৃত অবস্থায় দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন। এই ধরাধামে আগমনের সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। উপস্থিত মহিলাগণ তাঁর উপর একটি পাথরের হাড়ি উপুড় করে রাখতে উদ্যত হন - এটা ছিল মক্কাবাসীদের রেওয়াজ - কিন্তু পাথরের হাড়িটি আপনা আপনি তাঁর কাছ থেকে সরে যায়। মহিলাগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলেন তাঁর চোখ মুবারক দুটি খুলা, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম কে এই সংবাদ দিলেন - মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় মহানবীর পিতা ইন্তেকাল করেছিলেন - আব্দুল মুত্তালিব তাঁদেরকে বললেন: আপনারা তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখুন, আমি আশা করি (নাতী) নবজাতক খুবই শানওয়ালা ও ভাগ্যবাণ হবে।

আক্বীক্বা ও নামকরণ

فلما كان اليوم السابع ذبح عنه - يعني عقيقة - ودعا له قريشا ، فلما أكلوا وفرغوا قالوا: ما سميته؟ قال : سميته محمدا . قالوا: فما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء ، وخلقه في الأرض .

সাত দিনের দিন আব্দুল মুত্তালিব ভাগ্যবাণ নবজাতকের আক্বীক্বা করে কুরাইশদেরকে দাওয়াত করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষে তারা জিজ্ঞাসা করল: নাম কি রেখেছেন? আব্দুল মুত্তালিব বললেন: নাম রেখেছি মুহাম্মাদ। কুরাইশগণ বলল: আপনি কি বাচ্চার পারিবারিক নাম সমুহ অপছন্দ করলেন? আব্দুল মুত্তালিব জবাব দিলেন: আমি চেয়েছি তাঁর প্রশংসা করবেন আল্লাহ আকাশে, এবং তাঁর সৃষ্টি জমিনে।

قال بعض العلماء : ألهمهم الله عز وجل أن يسموه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة ، ليطابق الاسم والمعنى ، كما قال عمه أبو طالب :

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

কতিপয় উলামায়ে কেরাম বলেছেন: আল্লাহ তা'লা তাদের অন্তরে ইলহাম করেছিলেন যাতে তারা নবজাতকের নাম রাখেন মুহাম্মাদ, কারণ তাঁর মাঝে রয়েছে প্রশংসনীয় গুণাবলী সমূহ, যাতে নাম ও বাস্তবের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। যেমন তাঁর চাচা আবু তালিব বলেছিলেন:

(আল্লাহ তাঁর) নামের অংশ দিয়েছেন তাঁকে সম্মান দিবেন বলে
আরশওয়ালা হচ্ছেন মাহমুদ তাই, আর ইনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ।

وثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن لي أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي .

সহীহাইনে হাদীসে জুহরী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুত্বইম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন:

আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: আমার কয়েকটি নাম রয়েছে: আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি মাহী আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফুরকে মিটিয়ে দিবেন, আমি হাশির আমার ক্বদমের উপর সমস্ত মানবজাতির হাশর হবে, এবং আমি হচ্ছি আক্বীব আমার পরে আর কোন নবী নাই। (বুখারী ও মুসলিম।)

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي "

وفي الترمذي :

" لا تجمعوا اسمي وكنيتي ، أنا أبو القاسم ، الله يرزق وأنا أقسم .

وروى الإمام أحمد عن أنس قال :

لما ولد إبراهيم بن مارية أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : السلام عليك يا أبا إبراهيم .

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: আমার নামে নাম রেখ, কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখনা।

তিরমিযী শরীফে আছে ঃ

আমার নাম ও কুনিয়ত (উপনাম) কে একত্রিত করোনা, আমি হলাম আবুল ক্বাসিম, আল্লাহ রিজিক্ব দেন আর আমি বন্টন করি। (মুসনাদ ইমাম আহমাদ।)

ইমাম আহমাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন:

হযরত ইবরাহীম ইবনে মারিয়া জন্ম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম আগমন করে হুজুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবা ইবরাহীম, হে আবু ইবরাহীম! আস্সালামু আলাইকা। (মুসতাদরাক লিল হাকিম)

ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুগ্ধ পান

أول ما أرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب ، وكانت قد بشرت عمه بميلاده فأعتقها عند ذلك ، ولهذا لما رآه أخوه العباس بن عبد المطلب بعد ما مات ، ورآه في شر حالة ، فقال له : ما لقيت؟ فقال : لم ألق بعدكم خيرا ، غير أني سقيت في هذه وأشار إلى النقرة التي في الإبهام بعتاقتي ثويبة . وأصل الحديث في الصحيحين .

فلما كانت مولاته قد سقت النبي صلى الله عليه وسلم من لبنها عاد نفع ذلك على عمه أبي لهب ، فسقي بسبب ذلك ، مع أنه الذي أنزل الله في ذمه سورة في القرآن تامة .

وقد ذكر السهيلي وغيره أنه قال لأخيه العباس في هذا المنام : وإنه ليخفف عني في مثل يوم الاثنين .قالوا: وذلك أنها لما بشرته بمولده صلى الله عليه وسلم أعتقها عند ذلك فهو يخفف عنه مثل تلك الساعة .

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها في حديث فيه طويل : فقال صلى الله عليه وسلم : أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن .

وثويبة مولاة لأبي لهب ، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم .

সর্বপ্রথম যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুগ্ধ পান করান তিনি হচ্ছেন তাঁর চাচা আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবাহ, তিনি আল্লাহ'র রাসূলের জন্মসংবাদ দিয়েছিলেন তাঁর চাচা (আবু লাহাব) কে, তখন আবু লাহাব তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিল। এই কারণে মৃত্যুর পর আবু লাহাবকে যখন স্বপ্নে দেখলেন তার ভাই হযরত আব্বাস - রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু - ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, তিনি তাকে বড় খারাপ অবস্থায় দেখলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: কি পেয়েছ? আবু লাহাব উত্তর দিল: তোমাদের পর আমি ভাল কিছুই পাইনি তবে - বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দেখিয়ে - ছুওয়াইবাহকে আজাদ করার কারণে এতে আমাকে পান করানো হয়। মূল হাদীসটি বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে।

আবু লাহাবের দাসী নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুধ পান করিয়েছিলেন যার ফায়দা উপভোগ করল আল্লাহর নবীর চাচা আবু লাহাব, এ কারণেই তাকে পানীয় দেয়া হয়, যদিও আবু লাহাব হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে তিরস্কার করে কুরআন শরীফে আল্লাহ তালা পুরা একটি সূরা নাজিল করেছেন।

সুহাইলী গং বর্ণনা করেন যে, আবু লাহাব এই স্বপ্নে তার ভাইকে বলল: সোমবারের মত দিনে আমার শাস্তি লাঘব করে দেয়া হয়। তাঁরা বলেন: এর কারণ হল যখন ছুওয়াইবা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সুসংবাদ দিলেন তখন আবু লাহাব তাঁকে আজাদ করে দিল, এর ফলশ্রুতিতে ঐ সময়ের সমপরিমাণ সময় তার আজাব লাঘব করে দেয়া হয়।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীসে জুহরীতে আছে, তিনি হযরত উরওয়া থেকে, তিনি হযরত জয়নব বিনতে উম্মে সালামা থেকে, তিনি দীর্ঘ একটি হাদীসে তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন: নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: আমাকে এবং আবু সালামাকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন ছুওয়াইবা, সুতরাং আমার খেদমতে (নিকাহের নিয়তে) তোমাদের মেয়ে ও বোনদেরকে পেশ করোনা।

ছুওয়াইবা ছিলেন আবু লাহাবের দাসী, আবু লাহাব তাঁকে আজাদ করে দিলে তিনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দুগ্ধ পান করান।

إرضاع حليمة السعدية له صلى الله عليه وسلم

হালিমা সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দুগ্ধ দান

روى ابن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم ، عمن سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول :

حدثت عن حليمة بنت أبي ذؤيب ، فذكر خبرها وقدومها إلى مكة في جملة نساء رافقتها يلتمسن الرضعاء على عادتهن في كل عام ، وذلك أن أهل مكة كانوا يبعثون بأطفالهم مع نساء البوادي يرضعنهم بالأجرة طلبا لصحة بلادهم ، وكانت بلاد بني سعد أعدى الأراضي عندهم .

قالت حليمة : فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتأباه لكونه يتيما ، وكنا إنما نطلب البر من أبي الصبي . قالت : فلما لم يحصل لي غيره أخذته ، فجئت به رحلي ، فأقبل عليه ثدياي بما شاء من اللبن ، فشرب حتى روي ، وشرب أخوه حتى روي ، وقام صاحبي - يعني زوجها- إلى شارفنا - وهي الناقة- فإذا هي حافل ، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا وبتنا بخير ليلة ، فقال صاحبي : يا حليمة! والله إني لأرجو أنك قد أخذت نسمة مباركة.

قالت: ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا ، فذكرت سبق أتانها لبقية النساء بعد أن كانت ضعيفة بطيئة ، حتى قالت النساء : والله إن لها لشأنا ، حتى قدمنا أرض بني سعد ، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها ، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا ، فنحلب ما شئنا ، وما حوالينا أحد تبض له شاة بقطرة لبن ، وإن أغنامهم لتروح جياعا ، حتى إنهم يقولون لرعاتهم: ويحكم! انظروا

كيف تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم ، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن ، وتروح غنمي شباعا لبنا فنحلب ما شئنا .

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেন জাহম ইবনে আবিল্ জাহম থেকে, তিনি এমন লোক থেকে যিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কে বলতে শুনেছেন:

হযরত হালিমা বিনতে আবী জুআইব্ সম্পর্কে আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বয়ান করেছেন হযরত হালিমার খবর এবং প্রতিবৎসরের মত দুগ্ধপোষ্য শিশুর তালাশে একদল মহিলার সাথে তাঁর মক্কা আগমনের কথা। ব্যাপার হল মক্কাবাসীরা তাদের সন্তানদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুগ্ধ পান করানোর জন্য গ্রামের মহিলাদের কাছে পাঠাত, তাদের দেশের সুস্থ পরিবেশের কারণে। ঐ সময় বনু সা'দ গোত্রের এলাকা সর্বাধিক খরাপীড়িত ছিল।

হযরত হালিমা বলেছেন: আমাদের মধ্যে এমন কোন মহিলা ছিলেন না যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেশ করা হয় নাই, কিন্তু ইয়াতীম হওয়ার কারণে কেউ তাঁকে গ্রহণ করে নাই। যেহেতু আমরা শিশুর পিতার পক্ষ থেকে হাদিয়া, উপহারের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। তিনি (হালিমা) বলেন: আমার নসীবে যখন তাঁকে (আল্লাহর রাসূল)ছাড়া পাওয়া গেলনা, আমি তাঁকেই তুলে নিলাম এবং আমার হাওদার কাছে আসলাম, তখন আমার স্তনদ্বয় তাঁর প্রয়োজন মত দুধে পূর্ণ হয়ে তাঁর সামনে ঝুকে গেল, তিনি তৃপ্তি মিটিয়ে পান করলেন, তাঁর (দুধ) ভাই ও পান করল পূর্ণ তৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত। আমার সাথী -স্বামী- আমারদের উটনীর কাছে গেলেন, দেখা গেল তার উলান ও দুধে ভর্তি। তিনি দুধ দোহন করলেন, তিনি এবং আমি পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত দুধ পান করলাম এবং নেহাত উত্তম একটি রাত যাপন করলাম। আমার সাথী আমাকে বললেন: হে হালিমা! আল্লাহর নামে শপথ আমি আশা করছি তুমি কোন মুবারক প্রাণ নিয়ে এসেছ।

হযরত হালিমা বলেন: আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে আমাদের দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বাকী সকল মহিলার আগে তাঁর গাধার অগ্রগামীতার কথা উল্লেখ করলেন, অথচ তাঁর গাধাটি ছিল দূর্বল, অলস, ধীরগতি সম্পন্ন। এমনকি সহযাত্রী মহিলারা বলতে লাগলেন: আল্লাহর নামে শপথ, নিশ্চয় এর কোন বিশেষ শান রয়েছে। অবশেষে আমরা বনু সা'দ গোত্রের এলাকায় এসে পৌছলাম। আল্লাহর জমিনে বনু সা'দ গোত্রের এলাকা থেকে অধিক খরা পীড়িত কোন জায়গা ছিল বলে আমার জানা ছিলনা। আমার ছাগল ভরা পেটে বাসায় ফিরত, আমরা আমাদের প্রয়োজন মত দুধ দোহন করতাম। অথচ আমাদের আশে পাশে এমন কেউ ছিলনা যার ছাগল এক ফোটা দুধ দিত, তাদের ছাগলগুলী খালি পেটে বাসায় ফিরত। এমনকি ওরা তাদের রাখালদেরকে বলত: তোমরা ধ্বংস হও, দেখনা বিনতে আবী জুআইবের ছাগলগুলী কেমন তাজা হচ্ছে, ওদের সাথে তোমরাও ছাগল চরাবে। ওরা আমার ছাগলের সাথে সাথে তাদের ছাগল চরাত কিন্তু তাদের

ছাগল গুলী ভুখা বাসায় ফিরত, এক ফোটা দুধও পাওয়া যেতনা, অথচ আমার ছাগলগুলী ভরা পেটে বাসায় ফিরত, আমরা আমাদের প্রয়োজন মত দুধ দোহন করতাম।

ولم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين ، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان ، فوالله ما بلغ سنتين حتى كان غلاما جفرا ، فرددناه إلى أمه ، ثم ارتجعناه منها إلى بلادنا ، فأقمنا شهرين أو ثلاثة ، فبينما هو مع أخ له من الرضاعة خلف بيوتنا في بهم لنا إذ جاءنا أخوه يشتد فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه .

قالت حليمة: فخرجت أنا وأبوه - تعني زوجها- نشتد نحوه ، فوجدناه قائما منتقعا لونه ، فاعتنقه أبوه ، وقال: أي بني! ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض أضجعاني فشقا بطني فاستخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان ، فرجعناه معنا ، فقال أبوه : يا حليمة! لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب ، فانطلقي بنا نرده إلى أهله .

قالت : فاحتملناه ، فلم يرع أمه إلا به ، فقالت: ما ردكما به وقد كنتما عليه حريصين؟ فقلنا: خشينا عليه الإتلاف وحوادث الزمان ، قالت: ما ذاك بكما ، فأخبراني ما شأنكما؟ فلم تزل حتى أخبرناها بما كان من أمره وخبره ، فقالت: تخوفتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه سبيل ، وإنه لكائن لابني هذا شأن ، ألا أخبركما خبره؟ فقلنا: بلى.

আল্লাহ তালা আমাদেরকে বরকত দেখাতেই থাকলেন, এমনিভাবে তিনি দুই বৎসর বয়সে উপনীত হলেন। তিনি এমনভাবে বড় হচ্ছিলেন যা কোন বালকই হতে পারেনা। আল্লাহর নামে শপথ, তিনি দুই বৎসরে পৌছেননি অথচ তিনি খাওয়া দাওয়া করতে পারেন এমন সুঠাম একজন বালকে পরিণত হয়েছিলেন। তাই আমরা তাঁকে তাঁর আম্মাজানের কাছে ফেরত নিয়ে গেলাম অতঃপর আবার উনাকে অনুরুধ করে আমরা তাঁকে নিয়ে আমাদের দেশে ফিরে এলাম। এরপর দুই অথবা তিন মাস অতিবাহিত হয়েছে, একদা তিনি তাঁর দুধভাইর সাথে আমাদের ঘরের পিছনে ছাগলছানাদের মাঝে ছিলেন এমন সময় তাঁর ভাই দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল: সাদা কাপড় পরিহিত দুজন লোক এসে আমার কুরাশী ভাইকে শুইয়ে তাঁর পেট চিরে ফেলেছে!

হযরত হালিমা বলেন: আমি এবং তাঁর আব্বা - অর্থাৎ তাঁর স্বামী- তাঁর উদ্দেশ্যে দৌড়ে গেলাম, আমরা তাঁকে বিবর্ণ ফ্যাকাশে অবস্থায় দাঁড়ানো পেলাম। তাঁর আব্বা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন: হে বৎস! তোমার কি হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন: সাদা কাপড় পরিহিত দুজন লোক এসে আমাকে শুইয়ে আমার পেট চিরে কিছু একটা জিনিষ বের করে ফেলে দিয়ে আবার তা সে রকমই করে দিয়েছেন যেমন ইতিপূর্বে ছিল। আমরা তাঁকে নিয়ে ফিরে এলাম। তাঁর পিতা বললেন: হালিমা! আমার ভয় হয় আমার ছেলে কোন আঘাত পেয়েছে, চলো আমরা তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে ফেরত দিয়ে আসি।

হালিমা বলেন: আমরা তাঁকে নিয়ে গেলাম। হযরত আমিনা বললেন: আপনারা তাকে ফেরত নিয়ে এসেছেন কেন, অথচ আপনারা তাঁর উপর খুবই খেয়ালী ছিলেন? আমরা বললাম: আমরা তাঁর কোন ক্ষতি ও জামানার দুর্ঘটনাবলীর ভয় করছি। তিনি বললেন: আপনাদের কাছে এটা কোন কারণ নয়, আসল ব্যাপারটা কি? অবশেষে আমরা তাঁর কাছে তাঁর (নবীজীর) সকল কিছু জানাতে বাধ্য হলাম। তিনি বললেন: আপনারা কি তাঁর উপর শয়তানের ভয় করছেন? কখনো না, আল্লাহর নামে শপথ, তাঁর উপর শয়তানের কিছুই করার নেই, এবং অচিরেই আমার এই ছেলের বিশেষ শান প্রকাশ পাবে। আমি কি আপনাদেরকে তাঁর ব্যাপারটি জানাব? আমরা বললাম: অবশ্যই।

قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه ، فاريت في النوم حين حملت به كانه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود ، معتمدا على يديه ، رافعا رأسه إلى السماء ، فدعاه عنكما.

وثبت في صحيح مسلم من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن انس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان ، فاخذه فصرعه فشق عن قلبه ، فاستخرج القلب واستخرج منه علقة ، فقال: هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمه ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره- فقالوا: إن محمدا قد قتل ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون.

قال انس: وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره.

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث انس ، وأبي ذر ، ومالك بن صعصعة ، في حديث الإسراء انه عليه الصلاة والسلام شق صدره ليلتئذ أيضا ، صلوات الله عليه وسلامه.

হযরত আমিনা বললেন: আমি তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছি, কিন্তু তাঁর চেয়ে হালকা কোন গর্ভ আমি দেখি নাই। গর্ভাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখেছি, যেন আমার কাছ থেকে একটি নূর বেরিয়ে শাম দেশের প্রাসাদ সমুহ আলোময় করে দিয়েছে। অতঃপর আমি যখন তাঁকে জন্ম দিলাম তিনি এমনভাবে আসলেন যেভাবে সাধারণতঃ কোন প্রসুত শিশু আসেনা, তিনি তাঁর দুই হাতে ভর দিয়ে, আকাশ পানে মাথা তুলে তাশরীফ আনলেন। সুতরাং তাঁর ব্যাপারটি আপনারা ছেড়ে দিন।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত হাম্মাদ ইবনে ছালামার হাদীস থেকে প্রমাণিত, তিনি সাবিত থেকে, তিনি হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে: যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম আসলেন, তখন তিনি বালকদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন, জিবরীল তাঁকে আকড়ে ধরে তাঁর বুক চিরে কলব বের করে তা থেকে এক টুকরা জমাট রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে বললেন: ইহা ছিল শয়তানের অংশ। অতঃপর তা (কলব) স্বর্ণের পাত্রে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে আবার তা পুণস্থাপন করে দিলেন। ইত্যবসরে বালকেরা দৌড়ে এসে তাঁর মাকে - দুধ মা - বলল:

মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। সবাই তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বিবর্ণ, ফ্যাকাশে অবস্থায় দেখতে পেলেন।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর রাসূলের বক্ষ মুবারকে আমি ঐ সুইর চিহ্ন দেখতাম।

সহীহাইন সহ অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আনাস, হযরত আবূ জার, হযরত মালিক ইবনে সা'সাআহ থেকে হাদীসে ইসরায় (মি'রাজের হাদীস) প্রমাণিত আছে যে, ঐ সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল। সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি ওয়া সালামুহু।

والمقصود: أن رضاعه من نساء بني سعد كان بركة لهم خاصة وعامة في ذلك الوقت وبعده ، لا سيما حين وقع نساؤهم وذراريهم فيمن أسر يوم حنين ، فعادت فواضله وأياديه عليهم حين استرحمنه ومنوا إليه برضاعهم إياه.

وقال قائلهم حين أسلموا: إنا أصل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامنن علينا ، من الله عليك!

وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله! إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك ، وحواضنك ، اللاتي كن يكفلنك ، ولو أنا ملجنا أي أرضعنا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك لرجونا عائدتهما وعطفهما ، وأنت خير المكفولين . ثم أنشده :

امنن علينا رسول الله في كرم
فإنك المرء نرجوه وندخر

امنن على بيضة قد عاقها قدر
ممزق شملها في دهرها غير

أبقت لنا الدهر هتافا على حزن
على قلوبهم الغماء والغمر

إن لم تداركها نعماء تنشرها
يا أرجح الناس حلما حين تختبر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها
إذ فوك يملأه من محضها درر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها
وإذ يزينك من تأتي وما تذر

لا تجعلنا كمن شالت نعامتهم
واستبق منا فإنا معشر زهر

إنا لنشكر للنعمى إذا كفرت
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر

فألبس العفو من قد كنت ترضعه

من أمهاتك إن العفو مشتهر
وإنا نؤمل عفوا منك تلبسه
هذي البرية إذ تعفو وتنتصر
فاغفر عفا الله عما أنت راهبه
يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر

فلما سمع هذا الشأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لله ولكم "
وقال المسلمون : ما كان لنا فهو لله ولرسوله .
فذكر غير واحد من علماء السير أنهم كانوا قريبا من ستة آلاف نسمة .
وقال أبو الحسين بن فارس اللغوي:
وكان فيما رد عليهم من الأموال ما يقاوم خمسمائة ألف ألف درهم .

মাক্বসূদ হল: রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বনূ সা'দ গোত্রের মহিলার দুগ্ধপান বিশেষ ও সাধারণভাবে ঐ সময় ও তার পরবর্তী সময়ে তাঁদের জন্য বরকতের কারণ ছিল। বিশেষ করে হুনাইনের যুদ্ধে যখন তাঁদের মহিলা ও সন্তানগণ বন্দী হয়ে আসে, তাঁরা যখন আল্লাহর রাসূলের রহম কামনা করে তখন তিনি তাঁদের দুগ্ধ পান করানোর ওসিলায় তাঁদের উপর রহম ও অনুগ্রহ করেন।

বনূ সাদ গোত্র ইসলাম কবুল করার সময় তাঁদের মুখপাত্র বললেন: আমরা একই মূল ও পরিবারভুক্ত, আমাদের উপর যে বিপদ পড়েছে তা আপনার অজ্ঞাত নয়, আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ করবেন।

তাঁদের খতীব যুহাইর ইবনে সুরাদ দাঁড়িয়ে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজিরায় যেসব বন্দীনীরা আছেন তাঁরা আপনার ঐসব খালা ও দুধ মাতাগণ যাঁরা আপনাকে লালন পালন করতেন। আমরা যদি (শাম সম্রাট) হারিস ইবনে শিমর অথবা (ইরাক সম্রাট) নুমান ইবনে মুনযিরকে দুগ্ধ পান করাতাম এবং আজকে যেভাবে আমরা আপনার বন্দী হয়ে এসেছি তেমনিভাবে যদি আমরা তাদের বন্দী হয়ে নীত হতাম তাহলে আমরা তাদের দয়া ও অনুগ্রহের আশা করতাম, আপনি হচ্ছেন শ্রেষ্টতম লালিত সন্তান। অতঃপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন।

(কবিতাটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের অবস্থা শুনে এরশাদ করলেন: আমার এবং বনূ হাশিমের যা আছে সব আল্লাহ এবং তোমাদের জন্য।
মুসলমানগণ বললেন: আমাদের যা আছে সব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।
একাধিক জীবনী লিখক (উলামায়ে সিয়ার) উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় হাজার।

আবুল হাসান ইবনে ফারিস লুগাভী বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের যেসব সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তার আনুমানিক মূল্য ছিল পঞ্চাশ কোটি দিরহাম।

ذكر صفاته وشمائله الظاهرة وأخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিফাত, জাহেরী শামাইল এবং পুত পবিত্র আখলাকের বর্ণনা

كان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ، ليس بالطويل الشاهق ، ولا بالقصير اللاصق ، وليس بالأبيض الأمهق ، ولا الأسمر الأدم ، وشعره ليس بالجعد القطط ، ولا بالسبط ، وتوفي حين توفي صلوات الله عليه - وقد جاز الستين عاما - وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

وكان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس ، مدور الوجه ، أدعج العينين ، طويل الأهداب ، سهل الخدين ، ضليع الفم ، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر ، كث اللحية

وكان - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبوة بين كتفيه كأنه زر حجلة ، بعيد ما بين المنكبين ، يضرب شعره إليهما ، وربما قصر حتى يبقى إلى أنصاف أذنيه ، وكان يسدل شعره أولا ثم فرقه ، وكان أشعر الكتفين والذراعين وأعالي الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شثن الكفين ، غليظ الأصابع ، سوي البطن والصدر ، حسن الجسم - معناه بين الجسم - أنور المتجرد ، منهوس العقبين - أي قليل لحم العقبين - إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب ، وكأنما الأرض تطوى له .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট একজন পুরুষ, তিনি খুব লম্বা ছিলেন না, আবার খুব খাটোও ছিলেন না। তাঁর বর্ণ খুব সাদাও ছিলনা আবার খুব শ্যামলও ছিলনা। তাঁর চুল মুবারক খুব কুঞ্চিতও ছিলনা আবার খুব সোজাও ছিলনা। ষাটোর্ধ্ব বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর মাথা ও দাড়ি মুবারকের বিশটি চুলও সাদা ছিলনা।

তাঁর মাথা মুবারক ছিল অপেক্ষাকৃত বড়, চেহারা মুবারক ছিল (মোটামুটী) গোলাকৃতির, চোখদ্বয় ছিল ঘাড় কালো, চোখের পাতার লোম মুবারক ছিল লম্বা লম্বা, তাঁর মুবারক গণ্ডদ্বয় ছিল মাংশল ও কোমল, মুখ মুবারক ছিল প্রশস্ত, তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের ঝলমল করত, তাঁর দাড়ি মুবারক ছিল খুবই ঘন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোহরে নবুওয়াত তাঁর দুই কাঁধ মুবারকের মাঝখানে খানিকটা নীচে বোতাম কিংবা ঘুঘু বা পায়রার ডিমের মত মোটামুটী গোলাকৃতির ছিল, দুই কাঁধ মুবারকের মাঝখান ছিল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, চুল মুবারক কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কখনো কখনো দুই কানের মাঝামাঝি পর্যন্ত (أنصاف الأذنين) ছোট করে রাখতেন। প্রথমে চুল আচড়িয়ে তারপর মাঝামাঝি দুভাগ করে চুল রাখতেন। তাঁর মুবারক কাঁধদ্বয়, বাহুদ্বয় এবং বক্ষ মুবারকের উপরিভাগ ছিল লোমশ, তাঁর হাত মুবারক (কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত) ছিল অপেক্ষাকৃত লম্বা, হাতের তালু ছিল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত,

তাঁর মুবারক হাতের পাঞ্জাদ্বয় ছিল মাংশল, মুবারক আঙ্গুলগুলী ছিল পুরু (আঙ্গুলগুলী সোজা করলে দুই আঙ্গুলের মাঝখানে কোন ফাঁক থাকতনা), পেট এবং বক্ষ মুবারক ছিল সমান (মেদ ভুড়ি ছিলনা), সুন্দর দেহাবয়ব, দেহ মুবারক উন্মুক্ত হলে তা জ্বলমল করত, গোড়ালী মুবারকে তেমন মাংশ ছিলনা, তিনি এমনভাবে পথ চলতেন যেন তিনি উচু থেকে কোন নিম্নভূমিতে অবতরণ করছেন এবং জমিন যেন তাঁর জন্য সংকুচিত হয়ে যেত।

قال أبو هريرة:

إنا كنا نجهد أنفسنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث .
وكان عليه الصلاة والسلام يلبس من الثياب ما يستر ، ويعجبه القميص والسراويلات والبرود والحبرة ، وربما لبس القباء والجبة الضيقة الكمين ، ويلبس العمامة ذات اللثام والعذبة ، فإنه في إزار ورداء ، ولا يتكلف ملبسا ولا مطعما ، ولا يرد شيئا من ذلك حلالا.

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

আমরা অস্থির হয়ে যেতাম কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত দুঃখ কষ্টেও অস্থির হতেন না।

তিনি সমস্ত শরীর ঢেকে দেয় এমন ঢিলা ঢালা জামা পরতেন। কুর্তা, সেলওয়ার, চাদর, বিশেষ করে ইয়ামনী চাদর তাঁর খুব পছন্দ ছিল। কখনো কখনো তিনি ছোট কফ বিশিষ্ট জুব্বাও পরতেন। তিনি শিমলা ওয়ালা পাগড়ী পরতেন। সাধারণতঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তহবন্দ ও চাদর পরতেন। তিনি খাওয়া পরার ব্যাপারে কোন তাকাল্লুফ করতেন না। এবং এই সবের মধ্যে হালাল কিছু ফিরিয়েও দিতেন না।

বীরত্ব, সাহসিকতা ও মহত্ত্ব

وكان صلوات الله وسلامه عليه دائما عظيم الشجاعة والكرم ، ليس أحد أسخى كفا منه ، ولا أقوى قلبا في الحق منه .

قال أصحابه:

كنا إذا اشتد الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يوم حنين حين انهزم أصحابه عنه وولوا مدبرين ، ولم يبق إلا في نحو من مائة من أصحابه ، وعدوه في عدد من الألوف ، في العدة الباهرة من الرماح والسيوف ، وهو مع ذلك على بغلته يهمزها إلى وجوه أعدائه ، وينوه باسمه ، ويقول:

أنا النبي لا كذب   أنا ابن عبد المطلب

وما ذاك إلا ثقته بالله ، وإيقانه بنصره وتمام وعده ، وإعلاء كلمته.
ولذلك وقع نصر الله عليهم ، واستباح بيضتهم ، واستاق أسراءهم ، وأسر ذراريهم ، وما رجع إليه أصحابه إلا والأسارى والأبطال مجندلة بين يديه صلى الله عليه وسلم .

وأما كرمه فما سئل شيئا قط فقال لا ، ولا يستكثر ما أعطى ، ويؤثر على نفسه في غالب أحواله وإن كان به خصاصة .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও দানশীল, তাঁর চেয়ে দানশীল আর কেউ ছিলেন না, ছিলেন না হক্কের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে কঠোর হৃদয়ের আর কেউ।

তাঁর সাথী সাহাবায়ে কেরাম বলেন:

তুমুল যুদ্ধ যখন শুরু হত আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা আত্মরক্ষা করতাম। হুনাইনের যুদ্ধে যখন সাহাবায়ে কেরাম পরাজিত হলেন এবং ময়দান ত্যাগ করে চলে গেলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শ' খানেক সাহাবীকে নিয়ে ময়দানে স্থির জেহাদ অব্যাহত রাখলেন, প্রচুর তীর এবং তরবারী সজ্জিত শত্রু সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার, এতদসত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খচ্চরটিকে শক্ত হাতে চেপে ধরে শত্রু অভিমুখে ধাবিত হচ্ছিলেন আর উচ্চস্বরে নিজ নাম নিয়ে বলছিলেন:

আমি নবী, মিথ্যা নই আমি ইবনে আব্দুল মুত্তালিব।

সেটা আল্লাহর উপর তাঁর অবিচল আস্থা, তাঁর সাহায্য প্রাপ্তি, ওয়াদা পূরণ এবং আল্লাহর মহান বাণী বুলন্দ হবার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু ছিলনা।

একারণেই দুশমনের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য এসেছে, তাদের দেশ জয় করেছেন, বন্দীদেরকে ধরে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের বংশের লোকদেরকে বন্দী করেছেন। বন্দী ও বীর পুরুষগণকে যখন আল্লাহর রাসূলের সামনে জড়ো করা হয়েছিল কেবলমাত্র তখনই ঐ সাহাবায়ে কেরাম তাঁর দরবারে ফিরে আসেন।

তাঁর দানশীলতা প্রমাণে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি কোন প্রার্থীকে 'না' শব্দ বলেননি, দানকৃত বস্তুকে তিনি কখনো বেশী মনে করতেন না, এবং নেহাত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ সময়ই তিনি অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মহানতম চরিত্র

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه القرآن . رواه البخاري ومسلم

ومعنى ذلك عند كثير من العلماء أنه مهما أمره بـه القرآن فعلـه ، ومـا نهاه عن شيء تركه ، وما رغب فيه بادر إليه ، وما زجر عنـه كـان أبعد النـاس منه .

وقال الله تعالى : " ن ، والقلم وما يسطرون ، ما أنت بنعمة ربك بمجنون ، وإن لك لأجرا غير ممنون ، وإنك لعلى خلق عظيم "

قال كثير من علماء السلف : أي وإنك لعلى دين عظيم

وقال عبد الله بن سلام :

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كنت فيمن انجفل إليه ، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب ، فكان أول ما سمعته يقول : " يا أيها الناس! أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام .

وكان صلى الله عليه وسلم متصفا بكل صفة جميلة منذ نشأ إلى حين بعثه الله ، وإلى أن توفاه الله تعالى : من الصدق ، والأمانة ، والصدقة ، والصلة ، والعفاف ، والكرم ، والشجاعة ، وقيام الليل ، وطاعة الله في كل حال وأوان ولحظة ونفس ، والعلم العظيم ، والفصاحة الباهرة ، والنصح التام ، والرأفة ، والرحمة ، والشفقة ، والإحسان إلى كل أحد ، ومواساة الفقراء والمحاويج والأيتام والأرامل والضعفاء والمنقطعين .

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন: তাঁর চরিত্র হল কুরআন শরীফ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনেক উলামায়ে কেরামের কাছে এর অর্থ হল কুরআন শরীফের সকল আদেশই তিনি পালন করেছেন এবং সকল নিষেধই তিনি ত্যাগ করেছেন। (সুতরাং তাঁর চরিত্রটাই হচ্ছে কুরআন শরীফ।) যে ব্যাপারেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন সাথে সাথে তা পালন করেছেন এবং যে ব্যাপারেই তিনি বাধা দিয়েছেন নিজে তা থেকে সবচেয়ে দূরে থেকেছেন।

আল্লাহ তালা বলেছেন:

নূন, কলম ও তাদের লিখার শপথ। আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ নন। এবং অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে। এবং অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কলম ঃ ১-৪।)

অনেক উলামায়ে সলফ বলেছেন: এর অর্থ হল 'অবশ্যই আপনি মহান দ্বীনের অধিকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন যাঁরা অবিলম্বে হুজুরের খেদমতে হাজির হয়েছিলেন আমি ছিলাম তাঁদের একজন। আমি যখন তাঁর মহান চেহারা দেখেছিলাম, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি তাঁকে সর্বপ্রথম যা বলতে শুনেছিলামঃ

'হে লোক সকল! সালামের প্রসার করো, মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়তা বজায় রাখো, এবং রাত্রে নামাজ পড় যখন লোকেরা ঘুমিয়ে আছে, তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তিনি - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - তাঁর সমগ্র জীবন, জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত ছিলেন সকল মহান গুণে গুণান্বিত : সত্যবাদীতা, আমানতদারী, দানশীলতা, সম্পর্ক বজায় রাখা, নৈতিক পবিত্রতা, মহত্ত্ব, সাহসিকতা, রাত্রি জাগরণ, প্রতি মুহূর্তে সর্বাবস্থায়

আল্লাহর আনুগত্য, মহাজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, পরম হিতৈষীতা, স্নেহ,দয়া, অনুগ্রহ, সকলের প্রতি ইহসান, দরীদ্র, অভাবী , ইয়াতীম, বিধবা, দুর্বল ও আশ্রয়হীনদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা।

هذا كله مع حسن السمت والشكل ، والصورة البديعة الفائقة الجميلة المليحة ، والنسب العظيم العريق الشامخ في قومه الذين هم أشرف أهل الأرض نسبا ، وأفضلهم دارا وقرارا.

قال الله تعالى : " الله أعلم حيث يجعل رسالته " (الأنعام ١٢٤)

وفي صحيح مسلم من طريق الأوزاعي ، عن شداد بن أوس أبي عمار ، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم .

وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عمر مرفوعا :
إن الله تعالى خلق السموات سبعا، فاختار العليا منها ، فأسكنها من شاء من خلقه ، ثم خلق الخلق ، فاختار من الخلق بني آدم ، واختار من آدم العرب ، واختار من العرب مضر ، واختار من مضر قريشا ، واختار من قريش بني هاشم ، واختارني من بني هاشم ، فأنا من خيار إلى خيار ، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم . (شعب الإيمان ١٣٩٣/٢ ، دلائل النبوة ١٧١/١ ، الحاكم ٦٩٥٣/٤ ، البداية والنهاية ٢٤٠/٢ وقال : حديث غريب)

وروى الحاكم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال لي جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد ، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل بني هاشم .

এসব কিছুর সাথে রয়েছে হুজুরের সুন্দর দেহাবয়ব ও আকৃতি। অতুলনীয়, মহান, সুন্দর, কোমল ছুরত। এবং সুমহান, শ্রেষ্ঠতম বংশ; যাঁরা হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বংশ, বুনিয়াদের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। (সূরা আনআম ঃ ১২৪।)

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে হযরত আউজায়ী থেকে, তিনি হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস আবু আম্মার থেকে, তিনি হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসক্বা' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: